এই ফাইলে দিনলিপির ৩০টি নির্বাচিত নমুনা সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি দিনলিপি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং লক্ষ করো—কীভাবে তারিখ, বার ও সময় উল্লেখ করা হয়েছে, কীভাবে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে, কীভাবে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে এবং কীভাবে দিনলিপির সমাপ্তি টানা হয়েছে। শুধু মুখস্থ না করে প্রতিটি দিনলিপির বিষয়, ভাষা ও উপস্থাপনাশৈলী বোঝার চেষ্টা করো। একই কাঠামো অনুসরণ করে নিজের অভিজ্ঞতা ও কল্পিত পরিস্থিতির আলোকে নতুন দিনলিপি লেখার অনুশীলন করো। মনে রেখো, অন্যের লেখা অনুকরণ নয়; বরং নমুনাগুলো থেকে লেখার কৌশল শিখে নিজের ভাষায় প্রকাশ করাই তোমার লক্ষ্য।

১. একটি স্মরণীয় বর্ষার দিনের দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

বর্ষার একটি স্মরণীয় দিন

০৮/০৭/২০২৬
বুধবার
রাত ১০টা ৩০ মিনিট

আজকের দিনটি আমার জীবনে দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। ঘন কালো মেঘে চারদিক ছেয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। টিনের চালে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দে ঘুম ভাঙল আমার। জানালা খুলে দেখি, চারপাশ যেন নতুন রূপ ধারণ করেছে। গাছের পাতাগুলো বৃষ্টিতে ধুয়ে চকচক করছিল। রাস্তাঘাটে জমে গিয়েছিল হাঁটুপানি। বৃষ্টির কারণে মানুষের চলাচলও ছিল প্রায় বন্ধ।

দুপুরের দিকে বৃষ্টি কিছুটা কমলে আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বের হলাম। গ্রামের কাঁচা রাস্তা তখন কাদায় একাকার। কোথাও কোথাও ছোট ছোট স্রোতের মতো পানি বয়ে যাচ্ছিল। আমরা ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাশের খালের কাছে গেলাম। খালটি বর্ষার পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কয়েকজন জেলে তখন নৌকা নিয়ে মাছ ধরছিল। দূরে কৃষকেরা জমিতে জমে থাকা পানি সরানোর চেষ্টা করছিল। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ দেখে মনটা ভরে গেল।

বিকেলের দিকে আবার বৃষ্টি নামল। আমরা দৌড়ে এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। সেখানে বসে গরম খিচুড়ি ও ডিমভাজি খেলাম। বাইরে তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টির শব্দ, মাটির সোঁদা গন্ধ আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা—সব মিলিয়ে সময়টা অসাধারণ কেটেছে।

বর্ষার এই দিনটি আমাকে প্রকৃতির খুব কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। ব্যস্ত জীবনের বাইরে এমন একটি দিন সত্যিই মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। তাই আজকের দিনটির কথা মনে থাকবে অনেক দিন।

২. জীবনে প্রথমবার রক্তদান করার অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

প্রথমবার রক্তদান

১২/০৭/২০২৬
রবিবার
রাত ১০টা ১৫ মিনিট

আজ জীবনে প্রথমবার রক্তদান করলাম। সকাল থেকেই মনে একধরনের উত্তেজনা কাজ করছিল। কয়েক দিন আগে কলেজের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু রক্তের প্রয়োজন এমন একজন মানুষের কথা মনে হতেই ভয়টা ধীরে ধীরে কেটে গেল।

সকালে কলেজে গিয়ে দেখি, রক্তদানের জন্য বেশ সুন্দর আয়োজন করা হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় রক্ত দিতে এসেছে। প্রথমে চিকিৎসকেরা আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন। আমার শরীর রক্তদানের উপযোগী জানার পর মনে একধরনের আনন্দ অনুভব করলাম। কিছুক্ষণ পর আমাকে রক্তদানের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় নেওয়া হলো। প্রথমে সামান্য ভয় লাগলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয়, তেমন কোনো কষ্টই অনুভব করিনি।

রক্ত দেওয়ার পর আমাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলা হলো। বন্ধুরা পাশে বসে নানা কথা বলছিল। তখন মনে হচ্ছিল, আমার শরীরের সামান্য রক্ত হয়তো কোনো অসুস্থ মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করবে। এই ভাবনাটি আমাকে ভেতর থেকে নাড়া দিল। এত দিন বইয়ে পড়েছি, রক্তদান মহৎ কাজ; আজ নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝলাম কথাটির সত্যতা।

আজকের দিনটি আমার জীবনের একটি বিশেষ দিন হয়ে থাকবে। মানুষের বিপদের সময়ে পাশে দাঁড়ানোর যে আনন্দ, তা অন্য কোনো আনন্দের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। সুযোগ পেলে ভবিষ্যতেও নিয়ম মেনে রক্তদান করার সংকল্প করেছি।

৩. বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

১৮/০৭/২০২৬
শনিবার
রাত ৯টা ৪৫ মিনিট

আজ একটি সুন্দর ও অর্থবহ দিন কাটালাম। পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের কলেজে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সকালে কলেজে পৌঁছে দেখি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা। কলেজের মাঠ ও আশপাশের খালি জায়গাগুলোতে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগানোর প্রস্তুতি চলছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, মানুষের জীবন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের কোনো বিকল্প নেই। তাঁর কথাগুলো আমাদের সবাইকে উৎসাহিত করল। এরপর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলে বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ শুরু করলাম। আমিও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কলেজের মাঠের পাশে কয়েকটি গাছ লাগালাম।

গাছ লাগানোর সময় মনে হচ্ছিল, আজ আমরা শুধু কয়েকটি চারা মাটিতে পুঁতে দিচ্ছি না; বরং ভবিষ্যতের জন্য সবুজ একটি পৃথিবীর বীজ বপন করছি। চারাগুলোকে মাটি দিয়ে শক্ত করে বাঁধার পর পানি দিলাম। আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম, শুধু গাছ লাগালেই হবে না, নিয়মিত সেগুলোর যত্নও নিতে হবে।

আজকের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বুঝলাম, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়; প্রত্যেক নাগরিকেরই এ দায়িত্ব রয়েছে। একটি গাছ ভবিষ্যতে আমাদের ছায়া দেবে, ফল দেবে, অক্সিজেন দেবে। তাই আজকের এই ছোট্ট উদ্যোগটিকে জীবনের একটি বড় কাজ বলেই মনে হচ্ছে। দিনটি মনে রাখার মতো হয়ে থাকবে।

৪. তোমার কলেজে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মেলার দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

কলেজে বিজ্ঞান মেলা

২২/০৭/২০২৬
বুধবার
রাত ১০টা ২০ মিনিট

আজ আমাদের কলেজে অনুষ্ঠিত হলো বহুল প্রতীক্ষিত বিজ্ঞান মেলা। কয়েক দিন ধরেই এ আয়োজন নিয়ে কলেজে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছিল। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আমিও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প তৈরি করেছিলাম। তাই মেলার দিনটির জন্য আমাদের আগ্রহ ছিল একটু বেশি।

সকালে কলেজে পৌঁছে দেখি, পুরো ক্যাম্পাস সাজানো হয়েছে নানা রঙের ব্যানার ও পোস্টারে। মাঠের এক পাশে সারি সারি স্টল তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি স্টলে ছিল শিক্ষার্থীদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক মডেল ও প্রকল্প। কোথাও সৌরশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মডেল, কোথাও স্বয়ংক্রিয় সেচব্যবস্থা, আবার কোথাও ছিল পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রদর্শনী। দর্শনার্থীদের ভিড়ে পুরো মেলা প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠেছিল।

আমাদের স্টলেও দর্শনার্থীদের বেশ আগ্রহ দেখা গেল। বন্ধুরা পালা করে আমাদের প্রকল্পের কার্যপ্রণালি বুঝিয়ে দিচ্ছিল। শিক্ষকরা বিভিন্ন প্রকল্প ঘুরে দেখছিলেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছিলেন। সবচেয়ে ভালো লেগেছে, বইয়ে পড়া অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় আজ চোখের সামনে বাস্তবে দেখতে পেলাম।

বিজ্ঞান মেলা শুধু আনন্দই দেয়নি, আমাদের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতাকেও বাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন কিছু জানার এবং নিজেরা কিছু তৈরি করার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। সব মিলিয়ে আজকের দিনটি ছিল আনন্দ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ভরপুর। এমন আয়োজন প্রতিবছর হলে শিক্ষার্থীরা আরও বেশি উৎসাহিত হবে বলে মনে করি।

৫. কলেজে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

২৮/০৭/২০২৬
মঙ্গলবার
রাত ১০টা ৪০ মিনিট

আজ আমাদের কলেজে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকাল থেকেই পুরো কলেজে ছিল উৎসবের আমেজ। কলেজ ভবন ও মাঠ সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। রঙিন কাগজ, ফুল ও ব্যানারে অনুষ্ঠানস্থলকে বেশ আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছিল। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অতিথিদের উপস্থিতিতে কলেজ প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠেছিল।

দুপুরের পর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমেই জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এরপর অধ্যক্ষ মহোদয় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। তাঁর বক্তব্যের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক পর্ব। একে একে শিক্ষার্থীরা গান, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও অভিনয় পরিবেশন করে। একটি নাটক বিশেষভাবে সবার মন কেড়ে নেয়। নাটকটির মাধ্যমে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছিল।

আমিও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে অনুষ্ঠানের একটি পর্বে অংশ নিয়েছিলাম। মঞ্চে ওঠার আগে কিছুটা নার্ভাস লাগছিল। কিন্তু দর্শকদের করতালি শুনে ভয় কেটে যায়। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষকরা আমাদের উৎসাহিত করেন। তাঁদের প্রশংসা পেয়ে মনে হলো, আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

শিক্ষাজীবনে শুধু বই পড়লেই হয় না; নিজের প্রতিভা বিকাশের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও অংশ নেওয়া প্রয়োজন। আজকের অনুষ্ঠানটি আমাদের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। তাই দিনটি আমার কলেজজীবনের স্মরণীয় দিনগুলোর একটি হয়ে থাকবে।

অবশ্যই। এবার **৬-১০ নম্বর** প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আগের মতোই প্রশ্নটি আগে থাকবে এবং উত্তরগুলো হবে **HSC পরীক্ষার উপযোগী, স্বাভাবিক ও সাবলীল ভাষায়**।

৬. একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা নিয়ে দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ

০২/০৮/২০২৬
রবিবার
রাত ১০টা ১৫ মিনিট

আজকের দিনটি আমার কলেজজীবনের একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। আজ আমাদের কলেজে আন্তশ্রেণি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। কয়েক দিন আগে শিক্ষকরা আমাকে আমাদের শ্রেণির পক্ষ থেকে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন। প্রথমে কিছুটা ভয় পেয়েছিলাম। কারণ এত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার অভিজ্ঞতা আমার আগে ছিল না।

সকালে কলেজে গিয়ে দেখি, পুরো মিলনায়তন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে সরগরম। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—'প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর'। আমাদের দল ছিল প্রস্তাবের পক্ষে। প্রতিযোগিতা শুরু হলে একে একে দুই দলের বক্তারা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকে। প্রতিপক্ষ দলের যুক্তিগুলোও ছিল বেশ শক্তিশালী। তবে আমাদের দলের সদস্যরা তথ্য ও যুক্তি দিয়ে সেগুলোর যথাযথ জবাব দেওয়ার চেষ্টা করল।

আমার বক্তব্যের সময় যত এগিয়ে আসছিল, ততই বুকের ভেতর ধুকপুক করছিল। অবশেষে মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোন হাতে নিলাম। প্রথম কয়েক মুহূর্ত একটু অস্বস্তি লাগলেও পরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজের বক্তব্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম। বক্তব্য শেষে দর্শকদের করতালি শুনে ভীষণ ভালো লাগল।

শেষে বিচারকেরা আমাদের দলকে বিজয়ী ঘোষণা করলেন। আনন্দে আমরা সবাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম। শিক্ষকরা আমাদের অভিনন্দন জানালেন এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো করার পরামর্শ দিলেন। আজ বুঝতে পারলাম, বিতর্ক শুধু প্রতিযোগিতা নয়; এটি যুক্তিবোধ, আত্মবিশ্বাস ও সুন্দরভাবে কথা বলার দক্ষতা বাড়ানোরও একটি চমৎকার মাধ্যম। আজকের অভিজ্ঞতা আমার মনে অনেক দিন গেঁথে থাকবে।

৭. কলেজে প্রথমবার বক্তৃতা দেওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

প্রথমবার বক্তৃতা

০৬/০৮/২০২৬
বৃহস্পতিবার
রাত ৯টা ৫০ মিনিট

আজ জীবনে প্রথমবার কলেজের একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিলাম। ঘটনাটি ভাবতেই এখনো নিজের মধ্যে একধরনের আনন্দ ও উত্তেজনা অনুভব করছি। কয়েক দিন আগে আমাদের কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। খবরটি শুনে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম, তেমনি ভয়ও পেয়েছিলাম।

বক্তৃতার জন্য কয়েক দিন ধরে প্রস্তুতি নিয়েছি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার বক্তব্য অনুশীলন করেছি। তারপরও আজ মঞ্চে ওঠার সময় হাত-পা কাঁপছিল। সামনে তাকিয়ে দেখি, শিক্ষক ও অসংখ্য শিক্ষার্থী আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রথমে কিছুটা জড়তা কাজ করলেও কয়েকটি কথা বলার পর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম।

NABARUN PUBLICATION

আমি আমার বক্তব্যে শিক্ষাজীবনের গুরুত্ব, সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং কলেজের নিয়মকানুন মেনে চলার বিষয়ে কথা বললাম। পাশাপাশি নবীন শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানালাম। বক্তব্য শেষ হওয়ার পর চারদিক থেকে করতালির শব্দ শুনতে পেলাম। মুহূর্তটি সত্যিই অসাধারণ ছিল।

অনুষ্ঠান শেষে কয়েকজন শিক্ষক আমার বক্তৃতার প্রশংসা করলেন। তাঁরা বললেন, নিয়মিত অনুশীলন করলে ভবিষ্যতে আরও ভালো বক্তা হতে পারব। তাঁদের কথায় আমার আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। আজকের অভিজ্ঞতা আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে—ভয়কে জয় করতে হলে সাহস করে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। জীবনে প্রথমবার বক্তৃতা দেওয়ার এই দিনটি তাই আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৮. প্রিয় শিক্ষকের বিদায় অনুষ্ঠানের দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

প্রিয় শিক্ষকের বিদায়

১০/০৮/২০২৬
সোমবার
রাত ১০টা ৩০ মিনিট

আজ আমাদের কলেজের জন্য একটি আবেগঘন দিন। আমাদের প্রিয় বাংলা শিক্ষক স্যার দীর্ঘদিনের শিক্ষকতা শেষে আজ অবসর নিলেন। তাঁর বিদায় উপলক্ষে কলেজের মিলনায়তনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সকাল থেকেই সবার মধ্যে আনন্দের চেয়ে বিষণ্ণতাই বেশি লক্ষ্য করলাম।

অনুষ্ঠানস্থল সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে মিলনায়তন পূর্ণ হয়ে যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কয়েকজন শিক্ষার্থী স্যারের সঙ্গে তাঁদের স্মৃতির কথা তুলে ধরে বক্তব্য দেয়। কেউ স্যারের পড়ানোর প্রশংসা করল, কেউ তাঁর আন্তরিকতার কথা বলল। অনেকের চোখেই তখন পানি। আমিও স্যারের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন পরামর্শের কথা মনে করছিলাম।

স্যার যখন বক্তব্য দিতে উঠলেন, তখন পুরো মিলনায়তন নীরব হয়ে গেল। তিনি আমাদের উদ্দেশে বললেন, জীবনে বড় হতে হলে শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করলেই হবে না; ভালো মানুষও হতে হবে। তাঁর কথাগুলো শুনে মনে হলো, তিনি যেন শুধু একজন শিক্ষক নন, আমাদের অভিভাবকের মতো।

শেষে আমরা সবাই স্যারকে ফুল ও শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিলাম। বিদায়ের সময় স্যার যখন কলেজের ফটকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, কলেজের একটি পরিচিত অধ্যায় আজ শেষ হয়ে গেল।

একজন ভালো শিক্ষক শুধু বইয়ের জ্ঞান দেন না; তিনি শিক্ষার্থীর জীবন গড়ার পথও দেখান। আমাদের প্রিয় স্যারও তেমন একজন মানুষ। তাঁর শূন্যতা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। আজকের দিনটি তাই আমাদের সবার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে থাকবে।

৯. একজন প্রিয় শিক্ষককে হারানোর দিনের অনুভূতি নিয়ে দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

প্রিয় শিক্ষককে হারানোর দিন

১৫/০৮/২০২৬
শনিবার
রাত ১১টা ১০ মিনিট

আজকের দিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের দিনগুলোর একটি। সকালে ঘুম থেকে উঠে জানতে পারলাম, আমাদের প্রিয় শিক্ষক আর নেই। খবরটি প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, কেউ হয়তো ভুল খবর দিয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন সহপাঠীদের ফোন পেলাম এবং বিষয়টি নিশ্চিত হলো, তখন বুকের ভেতরটা হঠাৎ শূন্য হয়ে গেল।

স্যার ছিলেন আমাদের কাছে শুধু একজন শিক্ষক নন, একজন অভিভাবকের মতো। তিনি খুব যত্ন নিয়ে পড়াতেন। কোনো শিক্ষার্থী পড়া না বুঝলে বিরক্ত না হয়ে বারবার বুঝিয়ে দিতেন। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি আমাদের সততা, শৃঙ্খলা ও মানবিকতার শিক্ষা দিতেন। পরীক্ষার ফল খারাপ হলে তিনি বকতেন ঠিকই, কিন্তু সেই বকুনির মধ্যেও থাকত আমাদের ভালো করার জন্য আন্তরিকতা।

বিকেলে আমরা কয়েকজন সহপাঠী স্যারের বাড়িতে গেলাম। সেখানে তাঁর নিথর মুখ দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। চারপাশে স্বজন ও শিক্ষার্থীদের কান্না দেখে পরিবেশটি আরও ভারী হয়ে উঠেছিল। বারবার মনে পড়ছিল তাঁর হাসিমুখ আর শ্রেণিকক্ষে দেওয়া সেই পরিচিত কণ্ঠের কথা।

একজন ভালো শিক্ষক চলে গেলেও তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেঁচে থাকে। স্যার আমাদের যা শিখিয়েছেন, তা সারাজীবন মনে রাখব। আজ তাঁর শূন্যতা খুব গভীরভাবে অনুভব করছি। প্রার্থনা করি, মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁকে শান্তিতে রাখুন। তাঁর স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবে।

১০. জীবনে প্রথমবার রাজধানী শহর দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

প্রথমবার রাজধানী শহরে

২০/০৮/২০২৬
বৃহস্পতিবার
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট

আজ জীবনে প্রথমবার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর ঘুরে দেখলাম। ছোটবেলা থেকেই বই, পত্রিকা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে ঢাকার কথা জেনে এসেছি। কিন্তু নিজের চোখে এই বিশাল শহর দেখার ইচ্ছা ছিল অনেক দিনের। সেই ইচ্ছা আজ পূরণ হলো।

সকালে বাসে করে ঢাকায় পৌঁছানোর পর প্রথমেই চোখে পড়ল ব্যস্ত রাস্তাঘাট ও অসংখ্য মানুষের চলাচল। চারদিকে গাড়ির সারি, উঁচু উঁচু ভবন, দোকানপাট ও নানা ধরনের মানুষের ভিড়। আমাদের গ্রামের শান্ত পরিবেশের সঙ্গে ঢাকার দৃশ্যের যেন কোনো মিলই নেই। শহরের ব্যস্ততা দেখে একদিকে যেমন অবাক হলাম, অন্যদিকে মানুষের কর্মচাঞ্চল্য দেখে মুগ্ধও হলাম।

প্রথমে আমরা জাতীয় সংসদ ভবনের আশপাশ ঘুরে দেখলাম। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, শহীদ মিনার ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করলাম। পুরান ঢাকার দিকে গেলে শহরের আরেকটি ভিন্ন রূপ চোখে পড়ল। পুরোনো স্থাপনা, সরু রাস্তা ও মানুষের ব্যস্ততায় জায়গাটি বেশ বৈচিত্র্যময় মনে হলো। দুপুরে একটি রেস্তোরাঁয় খাওয়ার পর বিকেলে আমরা হাতিরঝিল ঘুরে দেখলাম। সন্ধ্যার আলোয় হাতিরঝিলের সৌন্দর্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর ছিল।

ঢাকা শহর আমাকে একই সঙ্গে মুগ্ধ ও ভাবিয়েছে। এখানে যেমন সুযোগ-সুবিধার অভাব নেই, তেমনি যানজট, শব্দদূষণ ও মানুষের অতিরিক্ত ভিড়ও রয়েছে। তবু দেশের রাজধানী হিসেবে এই শহরের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমবার ঢাকা দেখার এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনের স্মরণীয় অভিজ্ঞতাগুলোর একটি হয়ে থাকবে।

ঠিক আছে। এবার **১১-১৫ নম্বর** দিচ্ছি। তারিখে মাসের নাম **বানানে**, আর আগের চেয়ে বিবরণ কিছুটা বিস্তৃত রাখছি।

১১. একটি স্মরণীয় ট্রেনযাত্রার দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

স্মরণীয় ট্রেনযাত্রা

২৫ আগস্ট ২০২৬
মঙ্গলবার
রাত ১০টা ৩০ মিনিট

আজ জীবনের একটি স্মরণীয় ট্রেনযাত্রার অভিজ্ঞতা হলো। ছোটবেলা থেকেই ট্রেনে চড়ার প্রতি আমার বেশ আগ্রহ ছিল। দূর থেকে ট্রেনের ছুটে চলা দেখেছি অনেকবার, কিন্তু দীর্ঘ সময় ট্রেনে ভ্রমণের সুযোগ হয়নি। এবার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে রাজশাহী যাওয়ার সুযোগ হওয়ায় সেই ইচ্ছা পূরণ হলো।

সকালে আমরা সবাই নির্ধারিত সময়ের আগেই রেলস্টেশনে পৌঁছে গেলাম। কিছুক্ষণ পর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন এসে থামতেই আমাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। সবাই যার যার আসনে বসে পড়লাম। ট্রেন ছাড়ার পর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ধীরে ধীরে শহরের ব্যস্ততা পেছনে পড়ে গেল। এরপর চোখে পড়ল সবুজ ধানখেত, ছোট ছোট গ্রাম, পুকুর, নদী ও গাছপালা। কোথাও কৃষকেরা মাঠে কাজ করছিল, কোথাও শিশুরা খেলার মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছিল। প্রকৃতির এই দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে অনেকটা পথ পেরিয়ে গেল, বুঝতেই পারিনি।

ট্রেনের ভেতরেও ছিল অন্যরকম পরিবেশ। হকাররা চা, বাদাম, ঝালমুড়ি ও বিভিন্ন খাবার বিক্রি করছিল। সহযাত্রীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হলো। জানালার পাশের আসনে বসে গরম চা খেতে খেতে ছুটে চলা প্রকৃতি দেখার আনন্দই ছিল আলাদা। একসময় ট্রেন একটি বড় নদীর ওপর দিয়ে সেতু পার হলো। নিচে নদীর বিস্তীর্ণ জলরাশি দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

যাত্রাপথে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প, হাসি-আড্ডা এবং প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য—সব মিলিয়ে সময়টা দারুণ কেটেছে। গন্তব্যে পৌঁছে মনে হলো, শুধু একটি জায়গায় যাওয়া নয়, পুরো পথটিই যেন আমাদের জন্য একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে।

আজকের ট্রেনযাত্রা আমাকে নতুন করে বুঝিয়েছে, ভ্রমণের আনন্দ শুধু গন্তব্যে পৌঁছানোর মধ্যে নেই; পথের প্রতিটি মুহূর্তও উপভোগ করার মতো। তাই আজকের এই যাত্রার কথা অনেক দিন মনে থাকবে।

১২. প্রথমবার বিমানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

২৯ আগস্ট ২০২৬
শনিবার
রাত ১১টা ১৫ মিনিট

আজ জীবনে প্রথমবার বিমানে ভ্রমণ করলাম। অনেক দিন ধরেই আকাশে উড়ে যাওয়া বিমান দেখে মনে প্রশ্ন জাগত—বিমানে বসে পৃথিবীটাকে কেমন লাগে? আজ সেই কৌতূহল মেটানোর সুযোগ হলো। সকাল থেকেই মনে ছিল আনন্দ, উত্তেজনা আর সামান্য ভয়।

নির্ধারিত সময়ের আগে আমরা বিমানবন্দরে পৌঁছে গেলাম। বিশাল বিমানবন্দর, যাত্রীদের ব্যস্ততা, লাগেজ নেওয়া-দেওয়া এবং নানা ধরনের আনুষ্ঠানিকতা দেখে বেশ অবাক হলাম। প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে যখন বিমানে উঠলাম, তখন বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছিল। নিজের আসনে বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর বিমানের দরজা বন্ধ হলো এবং বিমানটি রানওয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ বিমানটি দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্ত পর বুঝতে পারলাম, আমরা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে গেছি। জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি, বড় বড় ভবন, রাস্তা, গাড়ি ও মানুষগুলো ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সবকিছু যেন ছোট ছোট ছবির মতো মনে হলো। উপরে উঠে চারদিকে শুধু মেঘ আর নীল আকাশ। সাদা মেঘের বিশাল স্তর দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তুলোর পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি।

প্রথম দিকে একটু ভয় লাগলেও কিছুক্ষণ পর সেই ভয় আনন্দে পরিণত হলো। বিমানের ভেতরের সুশৃঙ্খল পরিবেশও ভালো লেগেছে। জানালার পাশে বসে মেঘের ভেলায় ভেসে চলার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

গন্তব্যে পৌঁছে মনে হলো, সময় যেন খুব দ্রুত চলে গেল। প্রথমবার বিমানে ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতা আমার কাছে একেবারেই নতুন ও রোমাঞ্চকর। আজকের দিনটি আমার জীবনের স্মরণীয় দিনগুলোর তালিকায় বিশেষ জায়গা করে নিল।

১৩. কোনো ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা করো।

প্রশ্ন: কোনো ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬
বৃহস্পতিবার
রাত ১০টা ৪০ মিনিট

আজ একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের সুযোগ হলো। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমরা বাগেরহাটের ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ দেখতে গিয়েছিলাম। ইতিহাসের বইয়ে এই স্থাপনার কথা অনেকবার পড়েছি। তাই নিজের চোখে দেখার আগ্রহ ছিল অনেক দিনের।

সকালে আমরা বাগেরহাটের উদ্দেশে রওনা দিলাম। সেখানে পৌঁছে প্রথম দেখাতেই ষাট গম্বুজ মসজিদের বিশাল আকৃতি আমাদের মুগ্ধ করল। প্রাচীন স্থাপত্যের এই নিদর্শনটি যেন নীরবে অতীতের অনেক গল্প বলে যাচ্ছে। মসজিদের দেয়াল, খিলান, গম্বুজ ও কারুকাজ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। শত শত বছর পেরিয়ে গেলেও স্থাপনাটির সৌন্দর্য এখনো মানুষকে আকৃষ্ট করে—এ কথা ভাবতেই বিস্মিত লাগছিল।

সেখানে একজন গাইডের কাছ থেকে মসজিদটির ইতিহাস ও স্থাপত্য সম্পর্কে অনেক তথ্য জানলাম। তিনি জানালেন, খান জাহান আলী এই অঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আশপাশের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোও আমরা ঘুরে দেখলাম। চারদিকে সবুজ পরিবেশ ও প্রাচীন স্থাপনার সমন্বয় জায়গাটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

ভ্রমণের সময় বারবার মনে হচ্ছিল, একটি জাতির ইতিহাস শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়; তার অনেকটা ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশের স্থাপনা ও স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে। এসব ঐতিহাসিক স্থান আমাদের অতীতকে জানতে সাহায্য করে এবং নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্বিত করে।

বিকেলে ফেরার সময় মনে হলো, আজ শুধু একটি দর্শনীয় স্থান দেখে ফিরছি না; বরং ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে খুব কাছ থেকে দেখে ফিরছি। এই ভ্রমণ আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। দিনটি তাই আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।

১৪. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত একটি স্থান পরিদর্শনের দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬
সোমবার
রাত ১০টা ৫০ মিনিট

আজ এমন একটি স্থান পরিদর্শন করলাম, যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা গভীরভাবে অনুভব করার সুযোগ হলো। কলেজের শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে আমরা সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বইয়ে পড়েছি অনেকবার, কিন্তু সেই ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে দাঁড়িয়ে আজ অন্যরকম অনুভূতি হলো।

সকালে আমরা কলেজ থেকে বাসযোগে সাভারের উদ্দেশে রওনা দিলাম। স্মৃতিসৌধের কাছে পৌঁছানোর পর দূর থেকেই এর সুউচ্চ স্তম্ভগুলো চোখে পড়ল। বিশাল চত্বর, সবুজ ঘাস, সারি সারি গাছ এবং মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা স্মৃতিসৌধের দৃশ্য মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল। সেখানে বিভিন্ন বয়সের মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিল।

শিক্ষক আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতীয় স্মৃতিসৌধের তাৎপর্য সম্পর্কে নানা কথা বললেন। তিনি বললেন, এই স্মৃতিসৌধ শুধু একটি স্থাপনা নয়; এটি লাখো শহীদের আত্মত্যাগের প্রতীক। কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে যেন মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনগুলোর ছবি ভেসে উঠল। কত মানুষ দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন, কত পরিবার আপনজন হারিয়েছে—এসব ভাবলে বুকটা ভার হয়ে আসে।

আমরা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। চারপাশের নীরব পরিবেশের মধ্যেও যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে হলো, স্বাধীনতা আমাদের জন্য খুব সহজে আসেনি। এর পেছনে রয়েছে অসংখ্য মানুষের ত্যাগ, সাহস ও আত্মদান।

আজকের এই পরিদর্শন আমার মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতিকে আরও গভীর করেছে। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক—এই গর্বের পাশাপাশি দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্বও রয়েছে। শহীদদের আত্মত্যাগের মর্যাদা রক্ষা করাই হবে তাঁদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা। আজকের দিনটি তাই আমার জীবনের একটি গভীর অনুভূতিময় দিন হয়ে থাকবে।

১৫. একটি বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণের অভিজ্ঞতা নিয়ে দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
শনিবার
রাত ১১টা ২০ মিনিট

আজ এমন একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেলাম, যা হয়তো কোনো দিন ভুলতে পারব না। কয়েক দিন ধরে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার খবর শুনছিলাম। টেলিভিশনের পর্দায় পানিবন্দি মানুষের দুর্দশা দেখে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তাই কলেজের উদ্যোগে বন্যাদুর্গত মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশ নিলাম।

সকালে আমরা প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, বিশুদ্ধ পানি, ওষুধ, কাপড় ও শুকনো খাবার নিয়ে একটি বন্যাকবলিত এলাকায় রওনা দিলাম। সেখানে পৌঁছে যে দৃশ্য দেখলাম, তা সত্যিই হৃদয়বিদারক। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। অনেক ঘরবাড়ি পানিতে ডুবে গেছে। কোথাও মানুষ বাঁধের ওপর, কোথাও আবার উঁচু রাস্তার পাশে আশ্রয় নিয়েছে। অনেক পরিবারের ঘরে রান্না করারও কোনো ব্যবস্থা নেই।

আমরা নৌকায় করে দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছালাম। ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সময় নারী, শিশু ও বয়স্ক মানুষদের কষ্ট খুব কাছ থেকে দেখলাম। একটি ছোট শিশু শুকনো খাবারের প্যাকেট হাতে পেয়ে যে আনন্দে হাসল, সেই হাসি আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে গেল। একজন বৃদ্ধ আমাদের হাত ধরে বললেন, 'বাবারা, তোমরা এসেছ—এটাই অনেক।' তাঁর কথায় চোখে পানি চলে এসেছিল।

সারাদিন ত্রাণ বিতরণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ক্লান্তি এলেও মানুষের মুখে সামান্য স্বস্তি দেখতে পেয়ে সব কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম। তখন মনে হলো, বিপদের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

আজকের অভিজ্ঞতা আমাকে নতুন করে মানবিকতার শিক্ষা দিয়েছে। দুর্যোগের সময় শুধু সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না; সমাজের সামর্থ্যবান প্রত্যেক মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের দুঃখ-কষ্টকে নিজের দুঃখ মনে করে পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই প্রকৃত মানবিকতা। আজকের দিনটি তাই আমার জীবনের অন্যতম শিক্ষণীয় ও স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে।

অবশ্যই। এবার **১৬-২০ নম্বর** পর্যন্ত লিখছি। আগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে **প্রশ্ন আগে**, মাসের নাম **বানানে**, এবং বিবরণ একটু বিস্তারিত ও স্বাভাবিক রাখছি।

১৬. ঘূর্ণিঝড়ের পর একটি দুর্যোগপীড়িত এলাকার মানুষের দুর্ভোগ দেখে লেখা দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

ঘূর্ণিঝড়ের পর

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
শুক্রবার
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট

আজ এমন একটি দৃশ্য দেখলাম, যা মনে পড়লেই মন ভার হয়ে আসে। কয়েক দিন আগে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের ওপর দিয়ে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে। ঝড়ের তাণ্ডবে বহু ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে, গাছপালা উপড়ে পড়েছে এবং অনেক এলাকা পানিতে প্লাবিত হয়েছে। আজ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে সেই দুর্যোগপীড়িত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম।

সকালে সেখানে পৌঁছেই চোখে পড়ল ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র। কোথাও ঘরের চাল উড়ে গেছে, কোথাও মাটির ঘর পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। রাস্তার দুই পাশে বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে ছিল। বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে যাওয়ায় অনেক এলাকা এখনো অন্ধকারে। চারদিকে যেন একধরনের নিস্তব্ধতা। অথচ কিছুদিন আগেও এসব জায়গায় মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছিল।

সবচেয়ে কষ্ট পেলাম অসহায় মানুষগুলোর অবস্থা দেখে। অনেক পরিবার ঘর হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে অথবা আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছে। কারও ঘরে খাবার নেই, কারও বিশুদ্ধ পানির সংকট। ছোট ছোট শিশুরা মায়ের আঁচল ধরে বসে আছে। একজন বৃদ্ধ তাঁর বিধ্বস্ত ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর চোখেমুখে ছিল অসহায়ত্বের ছাপ। তিনি বললেন, বহু বছরের কষ্টে গড়া ঘরটি এক রাতেই শেষ হয়ে গেছে।

আমরা তাঁদের জন্য শুকনো খাবার, পানি, কাপড় ও প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলাম। সামান্য সাহায্য পেয়ে অনেকের মুখে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। তখন বুঝলাম, বিপদের সময়ে ছোট একটি সহায়তাও মানুষের কাছে কত বড় হয়ে উঠতে পারে।

আজকের অভিজ্ঞতা আমাকে প্রকৃতির শক্তির কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিল। একই সঙ্গে মানুষের দুর্দশায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করলাম। দুর্যোগের পর এসব মানুষকে শুধু তাৎক্ষণিক সাহায্য নয়, পুনর্বাসনের সুযোগও দিতে হবে। আজকের দেখা দৃশ্যগুলো অনেক দিন আমার মনে গেঁথে থাকবে।

১৭. একটি অগ্নিকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
মঙ্গলবার
রাত ১১টা ১০ মিনিট

আজ এমন একটি ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম, যা সহজে ভুলতে পারব না। বিকেলে কলেজ থেকে ফেরার পথে হঠাৎ দেখতে পেলাম, রাস্তার পাশের একটি মার্কেট থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুনের লেলিহান শিখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

ঘটনাস্থলের কাছে যেতেই মানুষের চিৎকার ও ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। দোকানিরা দ্রুত নিজেদের মালামাল বের করার চেষ্টা করছিল। কেউ পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিল, আবার কেউ দমকল বাহিনীকে খবর দিচ্ছিল। আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল যে মুহূর্তের মধ্যে কয়েকটি দোকান আগুনের কবলে পড়ে যায়। চারদিকে ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আসে।

কিছুক্ষণ পর দমকল বাহিনীর গাড়ি এসে পৌঁছায়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করেন। পুলিশও এসে আশপাশের মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে কয়েকটি দোকানের অনেক মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

একজন দোকানদারকে তাঁর পুড়ে যাওয়া দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখলাম। তিনি বলছিলেন, এই দোকানই ছিল তাঁর পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। তাঁর কষ্ট দেখে খুব খারাপ লাগল। একই সঙ্গে মনে হলো, সামান্য অসাবধানতাও কখনো কখনো কত বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

ঘটনাটি আমাকে আগুন ব্যবহারে আরও সতর্ক হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। বৈদ্যুতিক সংযোগ, গ্যাসের চুলা কিংবা দাহ্য পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামান্য অসতর্কতাও ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। আজকের অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য আমার মনে দীর্ঘদিন দাগ হয়ে থাকবে।

১৮. সড়ক দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর তোমার অনুভূতি নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬
শনিবার
রাত ১০টা ৫৫ মিনিট

আজ খুবই মর্মান্তিক একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। কলেজ থেকে বাসায় ফেরার পথে রাস্তার একটি ব্যস্ত মোড়ে হঠাৎ একটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটেছিল যে কয়েক মুহূর্তের জন্য সবাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

একটি দ্রুতগতির বাস একটি মোটরসাইকেলকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মোটরসাইকেলটি রাস্তায় পড়ে যায় এবং চালক গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই আশপাশের মানুষ ছুটে আসে। কেউ আহত ব্যক্তিকে রাস্তার পাশে সরিয়ে নিচ্ছিল, কেউ পানি দিচ্ছিল, আবার কেউ জরুরি সেবায় খবর দিচ্ছিল। আমিও কয়েকজনের সঙ্গে মিলে আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করার চেষ্টা করলাম।

কিছুক্ষণ পর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলো। ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা মোটরসাইকেলটি এবং চারপাশের মানুষের উৎকণ্ঠিত মুখ দেখে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। এত অল্প সময়ের অসতর্কতায় একটি মানুষের জীবন কতটা বিপন্ন হয়ে যেতে পারে, তা নিজের চোখে না দেখলে হয়তো এভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হতো না।

আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হলো অতিরিক্ত গতি, বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং ট্রাফিক আইন না মানা। পথচারীদের অসতর্কতাও অনেক সময় দুর্ঘটনার কারণ হয়। সড়কে চলাচলের সময় সবাইকে নিজের এবং অন্যের নিরাপত্তার কথা মনে রাখতে হবে।

আজকের ঘটনাটি আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। মনে হলো, একটি মানুষের জীবন তার পরিবারের কাছে কত মূল্যবান। তাই সামান্য সময় বাঁচানোর জন্য জীবনের ঝুঁকি নেওয়া কখনোই উচিত নয়। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে চালক, পথচারী ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। আজকের দেখা দৃশ্যটি হয়তো অনেক দিন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

১৯. একটি হারিয়ে যাওয়া শিশুকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
বুধবার
রাত ১০টা ২০ মিনিট

আজ একটি ছোট্ট কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের ঘটনা ঘটল। বিকেলে বাজারে যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে একটি শিশুকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। শিশুটির বয়স পাঁচ-ছয় বছরের বেশি হবে না। সে কাঁদছিল এবং বারবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজছিল। কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, সে কার সঙ্গে এসেছে। কিন্তু ভয়ে সে ঠিকমতো কোনো কথাই বলতে পারছিল না।

আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ পর সে তার বাবার নাম এবং গ্রামের নাম বলতে পারল। বুঝতে পারলাম, ভিড়ের মধ্যে পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে আশপাশে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম। কয়েকজন দোকানদারকেও বিষয়টি জানালাম। তারাও শিশুটির পরিবারের সন্ধান করতে সাহায্য করলেন।

কিছুক্ষণ পর একজন উদ্বিগ্ন ব্যক্তি ছুটে এসে শিশুটিকে খুঁজতে থাকলেন। শিশুটি তাঁকে দেখেই 'বাবা' বলে দৌড়ে গেল। বাবা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। সেই দৃশ্য দেখে আমার চোখেও পানি চলে এসেছিল। কিছুক্ষণ আগেও যে মানুষটি দুশ্চিন্তায় ছুটে বেড়াচ্ছিলেন, সন্তানকে ফিরে পেয়ে তাঁর মুখে তখন স্বস্তির ছাপ।

শিশুটির বাবা বারবার আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। কিন্তু আমার মনে হলো, বিপদে একজন মানুষকে সাহায্য করা কোনো দয়া নয়; এটি আমাদের মানবিক দায়িত্ব। কয়েক মিনিটের একটি ছোট উদ্যোগ হয়তো একটি পরিবারের দুশ্চিন্তা দূর করতে পেরেছে—এই ভাবনাতেই মনটা আনন্দে ভরে গেল।

আজকের ঘটনা আমাকে শিখিয়েছে, বিপদে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে বড় কিছু করার প্রয়োজন হয় না। একটু সময়, সামান্য আন্তরিকতা এবং দায়িত্ববোধই অনেক সময় বড় উপকার করতে পারে। আজকের এই অভিজ্ঞতা আমার মনে মানবিকতার একটি সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে।

২০. অসহায় একজন মানুষকে সাহায্য করার পর তোমার অনুভূতি নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

৪ অক্টোবর ২০২৬
রবিবার
রাত ১০টা ৪০ মিনিট

আজ একটি অসহায় মানুষকে সামান্য সাহায্য করার সুযোগ পেলাম। ঘটনাটি হয়তো খুব বড় কিছু নয়, কিন্তু এর পর থেকে মনটা অদ্ভুত এক শান্তিতে ভরে আছে। মনে হচ্ছে, আজকের দিনটি অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি অর্থবহ।

বিকেলে কলেজ থেকে ফেরার সময় রাস্তার পাশে একজন বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখলাম। তাঁর পরনে ছিল পুরোনো কাপড় এবং মুখে ক্লান্তির ছাপ। তিনি পথচারীদের কাছে সাহায্য চাইছিলেন। প্রথমে আমি পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর মনে হলো, মানুষটি হয়তো সত্যিই অসহায়। তাই ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম।

বৃদ্ধ জানালেন, তিনি দূরের একটি গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন চিকিৎসার জন্য। কিন্তু প্রয়োজনীয় টাকা না থাকায় চিকিৎসা করাতে পারছেন না। তাঁর কথা শুনে খুব খারাপ লাগল। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁকে কিছু অর্থ দিলাম এবং কাছের একটি ফার্মেসি থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনে দিলাম। এরপর তাঁকে একটি নিরাপদ জায়গায় বসিয়ে পানি ও খাবারও এনে দিলাম।

সাহায্য পাওয়ার পর বৃদ্ধের মুখে যে কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠল, তা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন। তখন মনে হলো, মানুষের মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারার চেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে?

আজকের ঘটনা আমাকে বুঝিয়েছে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সবসময় অনেক অর্থের প্রয়োজন হয় না। সামর্থ্য অনুযায়ী একটু সাহায্য, একটু সহানুভূতি কিংবা কয়েকটি ভালো কথাও একজন অসহায় মানুষের মনে আশা জাগাতে পারে। আমরা যদি প্রত্যেকে নিজের জায়গা থেকে মানুষের প্রতি একটু মানবিক হই, তাহলে সমাজ অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে। আজকের এই অনুভূতি আমি অনেক দিন মনে রাখব।

অবশ্যই। এবার **২১-২৫ নম্বর** পর্যন্ত দিচ্ছি। আগের মতোই প্রশ্ন আগে থাকবে, মাসের নাম বানানে লেখা হবে, আর বিবরণ একটু বিস্তৃত ও স্বাভাবিক রাখা হবে।

২১. ঈদ উদ্‌যাপনের একটি স্মরণীয় দিনের দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

ঈদের আনন্দ

১০ অক্টোবর ২০২৬
শনিবার
রাত ১১টা ০০ মিনিট

আজ পবিত্র ঈদুল ফিতর। বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকের দিনটি যেন একেবারেই আলাদা। সকাল থেকেই চারদিকে উৎসবের আমেজ। ভোরে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে নতুন পোশাক পরলাম। তারপর পরিবারের সবাই মিলে ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য ঈদগাহের মাঠে গেলাম। ঈদগাহে পৌঁছে পরিচিত অনেক মানুষের সঙ্গে দেখা হলো। সবাইকে দেখে মনে হচ্ছিল, আনন্দ যেন কারও একার নয়—সবার।

নামাজ শেষে সবাই একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করল। ছোটদের মধ্যে ছিল সবচেয়ে বেশি উৎসাহ। নামাজ শেষে বাড়িতে ফিরে মায়ের তৈরি নানা রকম খাবার খেলাম। সেমাই, পায়েস, পোলাও, মাংসসহ বিভিন্ন পদের খাবারে ঘর ভরে উঠেছিল। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরাও একে একে আমাদের বাড়িতে আসতে শুরু করল। দীর্ঘদিন পর অনেক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব ভালো লাগল।

NABARUN PUBLICATION

দুপুরের পর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বের হলাম। সবাই নতুন পোশাকে বেশ আনন্দ করছিল। আমরা একে অপরের বাড়িতে গেলাম, গল্প করলাম এবং ছবি তুললাম। তবে ঈদের সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় ছিল সবার সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। বিকেলে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে কিছু অসহায় পরিবারের মধ্যে খাবার ও পোশাক বিতরণ করলাম। তাদের মুখের হাসি দেখে মনে হলো, আজকের আনন্দ তখনই পূর্ণ হয়েছে।

ঈদ শুধু নতুন পোশাক পরা বা ভালো খাবার খাওয়ার দিন নয়; এটি ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভাগাভাগির দিন। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাইকে আনন্দের অংশীদার করার মধ্যেই ঈদের প্রকৃত সৌন্দর্য। আজকের দিনটি আনন্দের পাশাপাশি মানবিকতারও শিক্ষা দিয়েছে। তাই এবারের ঈদ আমার কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

২২. শীতের সকালে গ্রামের বাড়িতে কাটানো একটি দিনের দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

১৫ অক্টোবর ২০২৬
বৃহস্পতিবার
রাত ১০টা ২০ মিনিট

আজ গ্রামের বাড়িতে একটি চমৎকার শীতের সকাল কাটালাম। শহরের ব্যস্ত জীবনে এমন সকাল খুব একটা উপভোগ করার সুযোগ হয় না। তাই কয়েক দিন আগে গ্রামের বাড়িতে আসার পর থেকেই আজকের সকালটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

ভোরে ঘুম ভাঙল পাখির ডাক আর মসজিদের আজানের শব্দে। জানালা খুলতেই ঠান্ডা বাতাস মুখে এসে লাগল। চারদিকে তখন ঘন কুয়াশা। দূরের গাছপালা ও বাড়িঘরগুলোকে কুয়াশার চাদরে ঢাকা মনে হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর বাড়ির উঠানে এসে দেখি, ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু চিকচিক করছে। চারপাশের নীরব পরিবেশে মাঝে মাঝে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল।

দাদির সঙ্গে উঠানে বসে খেজুরের রসের তৈরি গরম পিঠা ও ভাপা পিঠা খেলাম। মাটির চুলায় রান্না করা পিঠার গন্ধে পুরো বাড়ি যেন ম-ম করছিল। এরপর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গ্রামের মাঠের দিকে হাঁটতে বের হলাম। কৃষকেরা তখন জমিতে কাজ শুরু করেছে। কেউ গরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছিল, কেউ আবার ধান শুকানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কুয়াশা ধীরে ধীরে কেটে গেলে সূর্যের কোমল আলোয় গ্রামের প্রকৃতি আরও সুন্দর হয়ে উঠল।

দুপুরে পরিবারের সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া করলাম। বিকেলে বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে বসে গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবন দেখছিলাম। শহরের কোলাহল থেকে দূরে এই শান্ত পরিবেশ মনকে অদ্ভুত প্রশান্তি দেয়।

আজ বুঝলাম, গ্রামের শীতের সকাল শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যেই ভরা নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পারিবারিক উষ্ণতা, গ্রামীণ জীবনের সরলতা এবং মাটির প্রতি এক গভীর টান। এমন একটি দিন বারবার ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। আজকের দিনটি তাই আমার মনে দীর্ঘদিন সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে।

২৩. বর্ষার দিনে নৌকাভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

১৮ অক্টোবর ২০২৬
রবিবার
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট

আজ বর্ষার দিনে নৌকাভ্রমণের এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা হলো। সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। আগের কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে নদী পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাই কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে নৌকায় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম।

দুপুরের দিকে আমরা নদীর ঘাটে পৌঁছালাম। মাঝির সঙ্গে কথা বলে একটি নৌকা ভাড়া করলাম। নৌকায় উঠে নদীর মাঝখানে যেতেই চারপাশের দৃশ্য যেন বদলে গেল। নদীর দুই তীরে সবুজ গাছপালা, দূরে গ্রামের ঘরবাড়ি আর মাঝেমধ্যে ছোট ছোট নৌকা—সব মিলিয়ে প্রকৃতি যেন নতুন সাজে সেজেছে।

নৌকার মাঝি ধীরে ধীরে বৈঠা চালাচ্ছিলেন। নদীর পানিতে বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে বেশ ভালো লাগছিল। আমরা সবাই নৌকার ছইয়ের নিচে বসে গল্প করছিলাম। কিছুক্ষণ পর হালকা বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির ফোঁটা নদীর পানিতে পড়ে অসংখ্য ছোট ছোট বৃত্ত তৈরি করছিল। দৃশ্যটি এত সুন্দর ছিল যে সবাই চুপ করে তাকিয়ে ছিলাম।

একসময় দূরে কয়েকজন জেলেকে জাল ফেলতে দেখলাম। নদীর পাড়ে কয়েকটি শিশু বৃষ্টিতে ভিজে আনন্দ করছিল। কোথাও কৃষকেরা নৌকায় করে ফসল নিয়ে যাচ্ছিল। বর্ষাকালে নদীকে ঘিরে মানুষের জীবনযাত্রা কতটা বদলে যায়, তা আজ খুব কাছ থেকে দেখলাম।

বিকেলের দিকে আকাশ আরও কালো হয়ে এলে আমরা ঘাটের দিকে ফিরে এলাম। ফেরার পথে নদীর ওপর হালকা বাতাস বইছিল। নৌকার দুলুনির সঙ্গে চারপাশের শান্ত প্রকৃতি মনকে এক অপূর্ব প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিল।

নৌকাভ্রমণটি শুধু আনন্দের ছিল না; এটি ছিল প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখার একটি সুযোগ। বর্ষার নদী, বৃষ্টি, নৌকা আর গ্রামের দৃশ্য মিলিয়ে আজকের দিনটি আমার স্মৃতিতে বিশেষ হয়ে থাকবে।

২৪. বিদ্যুৎবিহীন একটি রাতের অভিজ্ঞতা নিয়ে দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

২২ অক্টোবর ২০২৬
বৃহস্পতিবার
রাত ১১টা ১৫ মিনিট

আজ একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেলাম। সন্ধ্যার পর হঠাৎ আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ চলে গেল। প্রথমে ভেবেছিলাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যুৎ চলে আসবে। কিন্তু এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা পার হয়ে গেলেও বিদ্যুৎ আর এল না। ধীরে ধীরে পুরো এলাকা অন্ধকারে ডুবে গেল।

প্রথমদিকে বিদ্যুৎ না থাকায় বেশ বিরক্ত লাগছিল। মোবাইলের চার্জও কম ছিল, তাই সেটিও বেশি সময় ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছিল না। পড়াশোনা করা কঠিন হয়ে পড়ল। গরমের কারণে ঘরেও থাকা যাচ্ছিল না। তাই পরিবারের সবাই মিলে বাড়ির বারান্দায় বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম, বিদ্যুৎ না থাকায় চারপাশের পরিবেশটাও যেন বদলে গেছে। সাধারণত রাতের বেলায় চারদিকে আলো, গাড়ির শব্দ ও মানুষের ব্যস্ততা থাকে। কিন্তু সেদিন সবকিছু অনেক শান্ত। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে। শহরে থেকেও এত পরিষ্কার আকাশ অনেক দিন দেখা হয়নি।

পরিবারের সবাই মিলে গল্প করতে শুরু করলাম। বাবা তাঁর ছোটবেলার বিদ্যুৎবিহীন রাতের গল্প বললেন। মা মোমবাতির আলোয় আমাদের জন্য খাবার তৈরি করলেন। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়ার মধ্যে অন্যরকম আনন্দ পেলাম। কিছুক্ষণ পর মনে হলো, বিদ্যুৎ না থাকার অসুবিধার মধ্যেও একটি সুন্দর পারিবারিক সময় আমরা উপভোগ করছি।

রাত অনেক হলে অবশেষে বিদ্যুৎ ফিরে এল। ঘরের বাতি জ্বলে উঠতেই সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তবে মনে হলো, বিদ্যুৎবিহীন ওই কয়েক ঘণ্টা আমাদের একে অপরের আরও কাছে নিয়ে এসেছিল।

আজকের অভিজ্ঞতা আমাকে বুঝিয়েছে, আধুনিক জীবনে বিদ্যুতের প্রয়োজন কতটা। একই সঙ্গে এটাও বুঝলাম, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যস্ততার বাইরে পরিবারের সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর আনন্দও কম নয়। তাই বিদ্যুৎবিহীন এই রাতটি আমার কাছে অস্বাভাবিক হলেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

২৫. হঠাৎ পাওয়া একটি সুখবরের দিনের দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

২৭ অক্টোবর ২০২৬
মঙ্গলবার
রাত ১০টা ৩০ মিনিট

আজকের দিনটি যেন শুরু থেকেই অন্যরকম ছিল। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরও বুঝতে পারিনি, দিনের শেষে এত আনন্দের একটি খবর আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এমন একটি সুখবর পেলাম, যা আমার দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছে।

কয়েক মাস আগে আমি একটি জাতীয় পর্যায়ের রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পর ফলাফল নিয়ে খুব একটা আশা করিনি। কারণ দেশের বিভিন্ন কলেজের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী এতে অংশ নিয়েছিল। তবু মনের মধ্যে একটা প্রত্যাশা ছিল, যদি ভালো কিছু করতে পারতাম!

সকালে পড়ার টেবিলে বসে ছিলাম। হঠাৎ আমার ফোনে একটি বার্তা এল। বার্তাটি খুলে দেখি, প্রতিযোগিতার ফল প্রকাশ করা হয়েছে এবং আমি জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছি। প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কয়েকবার ফলাফলটি দেখলাম। সত্যিই আমার নাম প্রথম স্থানে রয়েছে।

খবরটি শুনে প্রথমে মাকে জানালাম। মা এতটাই খুশি হলেন যে সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে ফোন করে খবরটি জানালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবারের সবাই আমাকে অভিনন্দন জানাতে শুরু করল। বন্ধুরাও ফোন করে শুভেচ্ছা জানাল। এত মানুষের ভালোবাসা ও শুভকামনা পেয়ে নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান মনে হলো।

এই সাফল্যের পেছনে আমার শিক্ষক ও পরিবারের অনেক অবদান রয়েছে। তাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া হয়তো এত দূর আসতে পারতাম না। তাই আনন্দের পাশাপাশি মনে হলো, এই অর্জন আমাকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।

আজকের সুখবরটি আমার মনে নতুন আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে। বুঝলাম, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে পরিশ্রম কখনো বিফলে যায় না। জীবনে পাওয়া অনেক সুখবরের মধ্যে আজকের এই খবরটি নিঃসন্দেহে অন্যতম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অবশ্যই। এবার **২৬-৩০ নম্বর**—শেষ পাঁচটি দিনলিপি। একইভাবে **প্রশ্ন আগে**, **মাসের নাম বানানে**, এবং HSC পরীক্ষার উপযোগী একটু বিস্তৃত, স্বাভাবিক ভাষায় লিখছি।

২৬. একটি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার দিনের অনুভূতি নিয়ে দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

৩১ অক্টোবর ২০২৬
শনিবার
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট

আজ আমার জীবনের একটি আনন্দের দিন। কলেজে আয়োজিত আন্তশ্রেণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম স্থান অর্জন করেছি। কয়েক দিন ধরে প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। প্রতিদিন নিয়মিত অনুশীলন করলেও মনে একধরনের ভয় ছিল—শেষ পর্যন্ত কেমন করব, তা নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলাম।

সকালে কলেজে পৌঁছেই দেখি প্রতিযোগিতার জন্য সুন্দর আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। নির্ধারিত সময়ে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। একে একে সবাই নিজেদের পরিবেশনা উপস্থাপন করল। অন্যদের পরিবেশনা দেখে আমারও কিছুটা নার্ভাস লাগছিল। অবশেষে আমার নাম ঘোষণা করা হলো। মঞ্চে ওঠার আগে কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

পরিবেশনা শুরু করার পর ধীরে ধীরে ভয় কেটে গেল। যতটা সম্ভব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের প্রতিভা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। পরিবেশনা শেষে দর্শকদের করতালিতে পুরো হলঘর মুখর হয়ে উঠল। তখন মনে হলো, কয়েক দিনের পরিশ্রম যেন সার্থক হয়েছে।

ফলাফল ঘোষণার সময় বুকের মধ্যে উত্তেজনা কাজ করছিল। বিচারকেরা যখন আমার নাম প্রথম স্থান হিসেবে ঘোষণা করলেন, তখন আনন্দে কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। বন্ধুরা ছুটে এসে আমাকে অভিনন্দন জানাল। শিক্ষকরা মাথায় হাত রেখে শুভকামনা করলেন। পুরস্কার গ্রহণের সময় পরিবারের কথাও মনে পড়ছিল। তাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া হয়তো এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হতো না।

আজকের বিজয় আমাকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি একটি বড় শিক্ষা দিয়েছে—সাফল্যের জন্য প্রতিভার পাশাপাশি নিয়মিত অনুশীলন, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন। এই অর্জন আমাকে ভবিষ্যতে আরও ভালো করার অনুপ্রেরণা দেবে। আজকের দিনটি তাই আমার জীবনের স্মরণীয় দিনগুলোর একটি হয়ে থাকবে।

২৭. প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির পর মানসিক অবস্থার দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

৪ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার
রাত ১১টা ০০ মিনিট

আজ সারাদিন মনটা খুব খারাপ ছিল। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে একটি সামান্য বিষয় নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। বিষয়টি এত ছোট ছিল যে একটু কথা বললেই হয়তো সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু দুজনেরই অভিমান ও রাগের কারণে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেল।

ঘটনাটি ঘটেছে কলেজে। একটি কাজের দায়িত্ব ভাগাভাগি করা নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে আমার মতের অমিল হয়। আমি ভেবেছিলাম, সে ইচ্ছা করেই আমার কথা উপেক্ষা করেছে। তাই রাগ করে তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিই। সেও আমার আচরণে কষ্ট পেয়ে চুপ করে থাকে। ক্লাসে পাশাপাশি বসেও আমরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলিনি।

সারাদিন বিষয়টি মাথায় ঘুরছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, এত বছরের বন্ধুত্ব কি এত সামান্য একটি কারণে নষ্ট হয়ে যাবে? তার সঙ্গে কাটানো অসংখ্য আনন্দের মুহূর্ত মনে পড়ছিল। পরীক্ষার সময় একে অপরকে সাহায্য করা, বিপদে পাশে দাঁড়ানো কিংবা অবসরে একসঙ্গে গল্প করা—সবকিছু চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

বিকেলে বাড়ি ফেরার পর আরও খারাপ লাগতে শুরু করল। তখন বুঝলাম, আসলে বিষয়টি নিয়ে আমি পুরো সত্যটা জানতাম না। বন্ধুর কথাটাও হয়তো ঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করিনি। রাগের মুহূর্তে আমরা অনেক সময় এমন কথা বা আচরণ করি, যার জন্য পরে অনুশোচনা হয়।

রাতে আমি বন্ধুকে ফোন করলাম। প্রথমে দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ ছিলাম। পরে নিজেদের ভুল স্বীকার করে একে অপরের কাছে ক্ষমা চাইলাম। কথা বলার পর মনটা অনেক হালকা হয়ে গেল।

আজকের ঘটনা আমাকে শিখিয়েছে, সত্যিকারের বন্ধুত্বে ভুল বোঝাবুঝি আসতেই পারে; কিন্তু তা দূর করার জন্য অহংকার ভুলে কথা বলতে হয়। সম্পর্কের চেয়ে সামান্য অভিমান কখনো বড় হতে দেওয়া উচিত নয়। আজকের দিনটি আমাকে বন্ধুত্বের মূল্য নতুন করে বুঝিয়েছে।

২৮. জীবনের একটি ব্যর্থতার দিন নিয়ে একটি দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

৯ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার
রাত ১০টা ৫০ মিনিট

আজ আমার জীবনের একটি কঠিন দিন। যে প্রতিযোগিতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, আজ তার ফল প্রকাশিত হয়েছে। অনেক আশা নিয়ে ফলাফলের অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারিনি। ফলাফল হাতে পাওয়ার পর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

গত কয়েক মাস ধরে প্রতিদিন নিয়ম করে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুশীলন করেছি। পরিবারের সদস্য ও শিক্ষকরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাই নিজের প্রতি প্রত্যাশাটাও ছিল অনেক বেশি। ফলাফল প্রকাশের পর যখন দেখলাম, আমার নাম বিজয়ীদের তালিকায় নেই, তখন প্রথমে মনে হলো, আমার এত দিনের পরিশ্রম বুঝি সব বৃথা গেল।

বাড়িতে ফিরে কারও সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। বারবার মনে হচ্ছিল, কোথায় ভুল করেছি। কিছুক্ষণ পর আমার শিক্ষক ফোন করে কথা বললেন। তিনি বললেন, একটি ব্যর্থতা কখনো মানুষের সামগ্রিক যোগ্যতার পরিচয় নয়। বরং ব্যর্থতা নিজের দুর্বলতা চিহ্নিত করার সুযোগ করে দেয়।

স্যারের কথাগুলো আমাকে অনেকটা সাহস দিল। নিজের ভুলগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। বুঝলাম, প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কিছু জায়গায় আমার আরও মনোযোগ দেওয়া দরকার ছিল। শুধু ফলাফল নিয়ে চিন্তা না করে কোথায় ঘাটতি ছিল, সেটি খুঁজে বের করাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

আজকের ব্যর্থতা আমাকে কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে। জীবনে সব সময় সফলতা আসবে না। কখনো কখনো ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের সামর্থ্যকে নতুন করে আবিষ্কার করে। তাই আজ মন খারাপ হলেও আমি হাল ছাড়তে চাই না। বরং এই ব্যর্থতাকে ভবিষ্যতের সাফল্যের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করার সংকল্প করেছি।

২৯. একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিনের অনুভূতি নিয়ে দিনলিপি লেখো।

উত্তর:

১৩ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার
রাত ১০টা ৪০ মিনিট

আজ এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, যা নেওয়া আমার জন্য মোটেও সহজ ছিল না। অনেক দিন ধরে বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলাম। একদিকে ছিল নিজের ইচ্ছা, অন্যদিকে ছিল ভবিষ্যতের কথা। শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তাভাবনা করে আমাকে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

কলেজে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। একই সময়ে আমার পড়াশোনারও অনেক চাপ ছিল। প্রতিযোগিতাটিতে অংশ নিলে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ছিল, কিন্তু এর জন্য নিয়মিত পড়াশোনায় কিছুটা সময় কম দিতে হতো। প্রথমে ভেবেছিলাম, দুটোই একসঙ্গে সামলে নেব। কিন্তু সময় যত এগোতে লাগল, বুঝতে পারলাম বাস্তবতা এত সহজ নয়।

বিষয়টি নিয়ে বাবা-মা ও একজন প্রিয় শিক্ষকের সঙ্গে কথা বললাম। তাঁরা আমাকে নিজের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে ভাবতে বললেন। অনেক ভেবে বুঝলাম, এই মুহূর্তে আমার শিক্ষাজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া। তাই শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতাটি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

সিদ্ধান্তটি নেওয়ার পর প্রথমে খুব খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, হয়তো একটি ভালো সুযোগ হাতছাড়া করলাম। বন্ধুরাও বলছিল, আমি চাইলে প্রতিযোগিতায় ভালো করতে পারতাম। তবু নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সিদ্ধান্তটিতে অটল থাকার চেষ্টা করছি।

আজ বুঝলাম, জীবনে সব সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কখনো কখনো ভালো কিছু পাওয়ার জন্যও কোনো একটি সুযোগ ছেড়ে দিতে হয়। কঠিন সিদ্ধান্তের সময় আবেগের পাশাপাশি বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের কথাও বিবেচনা করতে হয়।

আজকের দিনটি আমাকে নিজের সিদ্ধান্তের প্রতি দায়িত্বশীল হতে শিখিয়েছে। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এলে আরও শান্তভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করব। আজকের অভিজ্ঞতা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হয়ে থাকবে।

৩০. জীবনের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত অথচ স্মরণীয় দিনের দিনলিপি রচনা করো।

উত্তর:

১৮ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার
রাত ১১টা ১০ মিনিট

আজকের দিনটি অন্য দশটি দিনের মতোই শুরু হয়েছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে কলেজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কোনো বিশেষ পরিকল্পনাও ছিল না। কিন্তু দিনের শেষে এমন একটি ঘটনার মুখোমুখি হলাম, যা কোনো দিন ভুলতে পারব না।

কলেজ থেকে ফেরার পথে হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাস্তাঘাটে পানি জমে গেল। মানুষ যে যার মতো নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করতে লাগল। আমিও একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি কমার অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম, রাস্তার পাশে একটি বৃদ্ধ মানুষ বৃষ্টিতে ভিজে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে একটি ছোট ব্যাগ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

কাছে গিয়ে কথা বললে তিনি জানালেন, ভুল বাসে উঠে অন্য জায়গায় নেমে গেছেন। নিজের পরিচিত জায়গায় ফিরতে পারছেন না। তাঁর ফোনও সঙ্গে ছিল না। বিষয়টি শুনে তাঁকে একা রেখে চলে যেতে মন চাইল না। তাই আশপাশের লোকজনের সাহায্যে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে তাঁর পরিবারের একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো। কিছুক্ষণ পর তাঁর ছেলে এসে বাবাকে নিয়ে গেলেন। ছেলেটি বারবার আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছিল। বৃদ্ধ মানুষটি যাওয়ার সময় আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করলেন। তাঁর সেই স্নেহভরা দৃষ্টি এখনো চোখের সামনে ভাসছে।

আজকের ঘটনাটি সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। সকালে বের হওয়ার সময় ভাবতেও পারিনি, দিনের শেষে একজন অপরিচিত মানুষের জন্য এতটা সময় ব্যয় করব। কিন্তু সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাই আজকের দিনটিকে বিশেষ করে তুলেছে।

জীবনে সব স্মরণীয় ঘটনা পরিকল্পনা করে আসে না। কখনো কখনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটি ছোট ঘটনা মানুষের মনে সবচেয়ে গভীর ছাপ রেখে যায়। আজকের দিনটি আমাকে মানবিকতার মূল্য বুঝিয়েছে এবং মনে করিয়ে দিয়েছে—বিপদে একজন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ কখনো হাতছাড়া করা উচিত নয়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত দিনটি তাই আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে।

SINCE - 1993
NABARUN PUBLICATION